দৈনিক খবর 22

তারিখ 20 AUG 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

19

পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা

পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা মনে হয় একটি 'ক্রনিক প্রোবলেমে'র রূপ পরিগ্রহ করেছে আমাদের দেশে। এসএসসি/ এইচএসসি/ বিএ/ এমএ তথা প্রায় সকল স্তরের পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেই এ প্রবণতা লক্ষণীয়। যে পরীক্ষার ফলাফল একটু চেষ্টা করলেই এক/ দেড় মাসের মধ্যে অনায়াসেই প্রকাশ করা যায়, কারণে-অকারণে ঐ সব পরীক্ষার ফলাফল ৩/৪ মাস বা ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশী সময় লেগে যায় প্রকাশ করতে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের কারণ কি' শীর্ষক উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, সেশন জট সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা জরুরী হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের বিএ (সম্মান) ও মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে নাকি ৮/৯ মাস সময় লেগেছে। আর এ ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ব্যবস্থাপনা বিভাগ। দীর্ঘ ১০ মাসের ব্যবধানেও নাকি এই বিভাগের মাষ্টার্স (সনাতন) ডিগ্রীর ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এমনি অবস্থা প্রায় সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রেই। এসএসসি/ এইচএসসি/ বিএ (পাস) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে করতে প্রায় প্রতি বছরই ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত লেগে যায়। কোন কোন বছর তারও বেশী সময় লাগে পরীক্ষার ফল বের হতে হতে। কেন এই বিলম্ব তার কারণ জিজ্ঞেস করলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নানা সমস্যার কথা শোনা যাবে। যুক্তি হিসেবে তারা যেসব কারণকে দাঁড় করাবেন সেগুলোকে হয়তো উপেক্ষাও করা যাবে না। নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধতা এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় বলেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করতে পারেন না। আসলে এটা তো ঠিক যে, পরীক্ষার ফল প্রকাশের মত কাজ একজনের ওপর নির্ভর করে না। এটা একটা 'টীম ওয়ার্কে'র মত। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে পরীক্ষকের হাতে সময়মত উত্তরপত্র সংগ্রহ সংক্রান্ত চিঠি পৌছতে হবে। সেই চিঠি হাতে পেয়ে যথাস্থান থেকে পরীক্ষকদের উত্তরপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তথা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

সংশ্লিষ্ট সকলেই যদি আন্তরিকতার সাথে দ্রুত কাজ করেন তাহলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে নিশ্চয়ই এত বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। তবু যখন ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এত সময় নিচ্ছে তখন ধরে নেয়া যায়, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও গাফিলতি রয়েছে। এসএসসি/এইচএসসি এবং বিএ (পাস) পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকদের হাতে তুলে দিতে যে সময় নেয় তা কম নয়। পরীক্ষকরা খাতা নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই খাতা জমা দিতে দেরী করেন। টেবুলেশনেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় চলে যায়। তারপর প্রধান পরীক্ষকদের কাছ থেকে খাতা এবং মার্কশীট পেয়ে কর্তৃপক্ষ যতটা দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন বাস্তবে তারা তা করেন না। এভাবেই প্রতিটি ধাপে অযথা বেশী সময় নষ্ট হয়ে যায়। যার দরুন এসব পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে হতে ৪ থেকে ৬ মাস লেগে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের হেতু সম্পর্কে রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, কতিপয় পরীক্ষকের অবহেলার কারণেই এমনটি ঘটছে। একজন প্রবীণ পরীক্ষকের উদাহরণ দিয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, খাতা গ্রহণের জন্য তাকে পর পর তিনবার চিঠি প্রেরণ করতে হয়। প্রথম চিঠি প্রেরণ করা হয় '৮৯ সালের ২৪শে অক্টোবর। দ্বিতীয় চিঠি দেয়া হয় একই বছর ২৭শে নভেম্বর। একই বছর ৩১শে ডিসেম্বর তৃতীয় চিঠি প্রেরণের পর তিনি খাতা গ্রহণ করতে আসেন। অতঃপর তিনি সেই খাতা জমা দেন দীর্ঘ ৭ মাস পর। খাতা জমা দেয়ার জন্যও তাকে দু'দুবার তাগাদা দিতে হয়েছে।

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকেই বাস্তব পরিস্থিতিটা আঁচ করা যায়। এমন অবস্থা সকল পরীক্ষকের ক্ষেত্রেই তা বলছি না। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই যে এমনটি ঘটে থাকে তা বলাই বাহুল্য। আর এ রকম কিছু ঘটতে পারছে বলেই না বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে হতে ৮/১০ মাস সময় লেগে যাচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে এ দীর্ঘসূত্রিতা খুবই দুঃখজনক। কারণ এই সমস্যা পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সময়মত ফল না বেরোলে সেশন জটের সমস্যা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যা দেখে আসছি। পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী কোর্সে ভর্তি নয়তো কর্মজীবনের সূচনা। সুতরাং ফলাফল প্রকাশ বিলম্বিত হলে ভর্তি এবং চাকরির ক্ষেত্রে নানা রকম জটিলতা দেখা দেয়া বিচিত্র নয়। বাস্তবে তেমন জটিলতা দেখাও দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যাকে জিইয়ে রাখা ঠিক নয়। আমরা মনে করি প্রতিটি পরীক্ষাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হওয়া দরকার। এর পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব ফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এবং এ ব্যাপারে অবশ্যই একটি সময়সীমা বেঁধে দেয়া উচিত। পরীক্ষার তারিখ ঘন ঘন পাল্টানো এবং অবহেলা ও গাফিলতির কারণে পরীক্ষকদের সময়মত খাতা না নেয়া বা জমা না দেয়া প্রশাসনিক দুর্বলতারই নামান্তর। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।